গাংনীর কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, ভিডিও করতে গিয়ে দুই সাংবাদিককে মারধরের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা চলাকালে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা, মারধর ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পরীক্ষার্থীদের বই দেখে পরীক্ষা দেওয়ার দৃশ্য ভিডিও করতে গিয়ে হামলার শিকার হন নাগরিক টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রাব্বি এবং দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তারিক। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ইংরেজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক রাব্বি জানান, ৫০০ টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের বই দেখে পরীক্ষা লেখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে যান। সেখানে গিয়ে তারা পরীক্ষার্থীদের বই খুলে পরীক্ষা দিতে দেখতে পান। বিষয়টি ভিডিও ধারণ করতে গেলে কলেজের শিক্ষক মনিরুজ্জামান বিপ্লবসহ দুই শিক্ষক তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা চালান বলে অভিযোগ করেন তিনি।

দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তারিক বলেন, “আমরা পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখতে পাই, সকল পরীক্ষার্থী বই দেখে নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুই শিক্ষক আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে তারা আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। এ সময় আমাদের ধারণ করা দুটি মোবাইল ফোন এবং নাগরিক টেলিভিশনের বুম মাইক্রোফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে আমাদের একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়। সেখান থেকে কৌশলে বের হয়ে এসে আমরা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছি।”

হামলায় আহত রাব্বি ও তারিককে গাংনী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তারা ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিতে

গাংনী থানায় উপস্থিত হন।

এদিকে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে মেহেরপুরের সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। জেলার সাংবাদিকরা ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনে বাধা, হামলা, আটকে রাখা এবং তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “ঘটনাটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে থানায় এসে অভিযোগ করা হলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। কারা হামলার সঙ্গে জড়িত, কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সরঞ্জাম নেওয়া হয়েছে কি না, সবকিছুই খতিয়ে দেখা হবে।”

তিনি আরও বলেন, “তদন্তে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হবে।”

অভিযোগের বিষয়ে কলেজের শিক্ষক মনিরুজ্জামান বিপ্লবসহ সংশ্লিষ্ট অন্য শিক্ষকদের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। তাদের বক্তব্য পাওয়া গেলে প্রতিবেদনে তা যুক্ত করা হবে।

দর্শনায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগে থানায় মামলা, সাংবাদিক সম্মেলন

দর্শনা শৈলমারী গ্রামে এক স্বামীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তার স্ত্রীর। এ অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের নামে ডাকা হয় দর্শনা থানায়। এসময় বাদি-বিবাদি সহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গকে নিয়ে থানায়

হাজির হলে বিবাদি সাহেব আলীকে ধরে থানা কাষ্টরিতে আটকে রাখা হয়। এদিকে বিচার-সালিশের নামে থানায় ডেকে বিবাদিকে আটকে দেওয়ার ঘটনায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানাধীন শৈলমারী গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত আকবার আলীর ছেলে মিজানুর রহমান দর্শনা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগে বলেন, আমার ছেলে মো: সাহেব আলীর স্ত্রী মোছা: সহিদা ওরফে নূপূরের সহিত সংসার করাকালে বিগত ৪/৫ মাস পূর্বে অন্যথায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয়।

এ পরকিয়ার ঘটনা নিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আপোষ মিমাংসা করা হয়। এ আপোষ-মিমাংসার পরেও আমার ছেলের স্ত্রী সহিদা ওরফে নুপুর পূণরায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে আমার ছেলে অবগত হওয়ার পর তার স্ত্রীকে মারধর করে।

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার ছেলের স্ত্রী সহিদা ওরফে নুপুর কয়েকদিন পূর্বে আমার ছেলে সাহেব আলীর নামে দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে। এ অভিযোগের তদন্তভার দর্শনা থানার এস,আই নিতিশ কুমারের উপর।

এঘটনায় গত ২১ আগষ্ট সোমবার দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার উক্ত ঘটনা মিমাংসার জন্য বিকাল সাড়ে ৫ টায় আমার ছেলে ও তার স্ত্রী মোছা: সহিদা ওরফে নুপুরকে দর্শনা থানায় হাজির হতে বলে। পরবর্তীতে আমি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় দর্শনা থানায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে থানার কারাগার বন্দি করে রাখে।

এ আপোষ-মিমাংসায় আমি সহ উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহব্বায়ক ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি জামাল উদ্দিন, দর্শনা ট্রাক ও ট্রাংকলরী শাখার সভাপতি ইস্রাফিল হোসেন হাবলু, বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, মোবারক হোসেন (ড্রাইভার), আলমঙ্গীর হোসেন সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

তিনি আরও বলেন, সালীসের নামে থানায় ডাকিয়া আনিয়া দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার যে কর্মকান্ড ঘটইয়াছে তাহা অপমান জনক ও ক্ষমতার

অপব্যবহার বলে মনে করি এবং উক্ত ঘটনায় আমি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সম্মানের হানী ঘটে।

এবিষয়ে দর্শনা থানার এসআই নীতিশ কুমার বলেন, সালিস বৈঠকের নামে কাউকে ডাকা হয়নি। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করলে তাকে আটক করা হয়। দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, তার স্ত্রীকে মেরে হাত ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনায় তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। যা গতকাল সোমবার সন্ধা ৬ টা ৩৫ মিনিটে মামলা রেকর্ড হয়েছে।